বৃহস্পতিবার ছিল ছুটির দিন। শীতের আমেজ গায়ে মেখে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় ভিড় করেছিলেন পর্যটকরা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শীতের মরশুম শুরু হতেই সীমান্তে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে। এদিন অবশ্য ভিড় কিছুটা বেশিই ছিল। পর্যটকরা আসায় স্থানীয় দোকানদাররা খুশি। তাঁদের কেনাবেচাও বেড়েছে। ছবি ও তথ্য ঃ গৌতম সরকার

আত্মঘাতী বিস্ফোরণে নিহত ৩ জঙ্গি

শেখ হাসিনার দপ্তরের কাছে জঙ্গি ডেরা

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে এক জঙ্গি ডেরার হদিস পেয়েছে বাংলাদেশ র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব)। শুক্রবার সকালে র‍্যাব-এর অভিযানের সময় সেখানে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে তিন জঙ্গির মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী। জঙ্গিদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল বলে র‍্যাব জানতে পেরেছে। ঢাকার পশ্চিম নাখালপাড়ায় বৃহস্পতিবার রাত থেকে র‍্যাব-এর অভিযান শুরু হয়। শুক্রবার সকালেও সেই অভিযান চলে। স্থানীয় সময় বেলা ১১টা নাগাদ প্রবল বিস্ফোরণে বাড়িটি কেঁপে ওঠে।

জানা গিয়েছে, পশ্চিম নাখালপাড়ার যে বাড়িটিতে জঙ্গিরা আশ্রয় নিয়েছিল সেটি রুবি ভিলা নামে পরিচিত। ৪ জানুয়ারি ভুয়ো পরিচয় দিয়ে কয়েকজন বাড়িটিতে ঘরভাড়া নেয়। এমনিতে রুবি ভিলায় মেসে কয়েকজন থাকেন। তাঁদের সঙ্গে মিশে গিয়ে জঙ্গিরা প্রধানমন্ত্রীর উপর হামলার পরিকল্পনা করেছিল। ওই বাড়ির পাঁচতলায় একটি মেস করে জঙ্গিরা থাকছিল। র‍্যাব-এর জনসংযোগ বিভাগের প্রধান মুফতি মাহমুদ জানিয়েছেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। রুবি ভিলা থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় খুব বেশি দূরে নয়। এই বাড়ির কাছেই এমপি হস্টেল।' প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের পাশাপাশি সাংসদরাও জঙ্গিদের নিশানায় ছিলেন কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। র‍্যাব-এর ধারণা, এমপিদের আবাসনে ঢুকে তাঁদের পণবন্দি করার পরিকল্পনা ছিল জঙ্গিদের।

বৃহস্পতিবার রাতে র‍্যাব অভিযান শুরু করতেই জঙ্গিরা গ্রেনেড ছোড়ার পাশাপাশি র‍্যাব-এর জওয়ানদের লক্ষ করে গুলিও ছোড়ে। পালটা গুলি চালায় র‍্যাব। রুবি ভিলায় অনেক বিস্ফোরক মজুত থাকার আশঙ্কায় বম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে ডেকে পাঠানো হয়। র‍্যাব-এর তরফে জানানো হয়েছে, নিহত এক জঙ্গির দেহের নীচে একটি আইইডি ছিল। মনে হচ্ছে রান্নাঘরের গ্যাসের উপর আইইডি রেখে আগুন জ্বালিয়ে বড়ো ধরনের বিস্ফোরণের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি। রুবি ভিলা থেকে ৬১ জন বাসিন্দাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যে তিনজন জঙ্গির দেহ পাওয়া গিয়েছে তাদের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সেখানে দুটি জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া গিয়েছে। দুটি পরিচয়পত্রেই ছবি একইরকম। একটিতে নাম লেখা রয়েছে জাহিদ, অন্যটিতে সজীব। পরিচয়পত্র দুটি জাল কিনা তা খতিয়ে দেখবে র‍্যাব। পরে মুফতি মাহমুদ খান জানিয়েছেন, পাঁচতলার ওই ফ্ল্যাটে মোট তিনটি ঘর। সেখানে থাকতেন মোট ৭ জন। একটি ঘর থেকে তিনজনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। র‍্যাব-এর এই কর্তা জানান, রুবি ভিলায় মোট চারতলার দুটি ইউনিটে দুটি মেস এবং পাঁচতলার দুটি ইউনিটের মধ্যে একটি মেসে জঙ্গি ডেরা ছিল। বাড়িটিতে বাকি ৬টি ফ্ল্যাটে বেশ কয়েকটি পরিবার বাস করেন। অভিযানের শুরুতেই বাড়িটিতে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যে ৬১ জনকে বাড়িটি থেকে সরানো হয়েছে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জঙ্গিদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ভোরবেলা প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজে তাঁদের ঘুম ভাঙে। সেসময় তাঁরা বাইরে দৌড়োদৌড়ির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। র‍্যাব-এর কর্তা জানিয়েছেন, বাড়িটির কেয়ারটেকার এবং মালিকের ছেলেকে আটক করা হয়েছে। তবে বাড়ির মালিককে পাওয়া যায়নি।

- জঙ্গিদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল বলে র‍্যাব জানতে পেরেছে।
- পশ্চিম নাখালপাড়ার যে বাড়িটিতে জঙ্গিরা আশ্রয় নিয়েছিল সেটি রুবি ভিলা নামে পরিচিত।
- রুবি ভিলা থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় খুব বেশি দূরে নয়। এই বাড়ির কাছেই এমপি হস্টেল।
- র‍্যাব-এর ধারণা, এমপিদের আবাসনে ঢুকে তাঁদের পণবন্দি করার পরিকল্পনা ছিল জঙ্গিদের।

বিচারপতিদের ক্ষোভ নিয়ে তদন্তের দাবি রাহুলের

জুডিশিয়াল কমিশন নিয়ে এগোনোর ভাবনা মোদির

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ সুপ্রিমকোর্টের প্রশাসনিক দুর্বলতা নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতের প্রথমসারির বিচারপতিরা আজ যে প্রশ্ন তুলেছেন, তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান হল, তারা সুপ্রিমকোর্টের বিষয়ে নাক গলাবে না। আজ বিচারপতি চেলামেশ্বরের বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠকের বিষয়বস্তু জানার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আইনমন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদকে ডেকে পাঠান। দুজনের মধ্যে প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা হয়। জানা গিয়েছে, এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন আইনমন্ত্রকের সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিবও। প্রধানমন্ত্রীকে বিচারপতিদের সাংবাদিক বৈঠক এবং প্রধান বিচারপতির প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিশদে জানান রবিশংকর। সরকারি সূত্রে খবর, এই বৈঠকে আইনমন্ত্রী ফের ন্যাশনাল জুডিশিয়াল কমিশন গঠন করার প্রস্তাব দেন। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীও মনে করছেন, প্রশাসনিক ব্যর্থতার বিষয়ে বিচারপতিরা যখন নিজেরাই প্রশ্ন তুলেছেন, তখন এই নজিরবিহীন ঘটনাকে হাতিয়ার করে অবিলম্বে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল কমিশন গঠন করার ব্যাপারে পদক্ষেপ করা যায়। তাহলে ওই কমিশনের কাছে বিচারপতিদের দায়বদ্ধতা থাকবে। সরকারও পরোক্ষভাবে বিচারপতিদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারবে।

সংসদে এর আগেই ন্যাশনাল জুডিশিয়াল কমিশন আইন পাস হয়েছিল। সেইসময় এই কমিশন গড়ার বিরোধিতা করে সুপ্রিমকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিমকোর্ট আইনটিকে খারিজ করে দিয়ে বলে, আদালত নিজেদের কাজের দায়িত্ব নিজেরাই পালন করতে পারবে। কোনো কমিশন গঠনের প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য, গত শীতকালীন অধিবেশনে বিচারকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সরকার ও বিরোধী দলের একাধিক সাংসদ। তাঁদের বক্তব্য ছিল, বিচারব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে অভিযোগ উঠছে। অথচ সেদিকে না তাকিয়ে বিচারকরা তাঁদের বেতন বৃদ্ধির দাবি করছেন। ওইদিনও আইনমন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ বলেছিলেন, তাঁরা ফের জুডিশিয়াল কমিশন গঠনের আইন আনতে পারেন। সেই আইনের আওতায় রাখতে পারেন বিচারব্যবস্থার প্রশাসনকে।

গণতন্ত্রের দুই স্তম্ভ বিচারব্যবস্থা ও প্রচারমাধ্যম। এরাই বিজেপিশাসিত বিভিন্ন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মুখর হয়। অথচ এদেরকে স্বাধীনমতো কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। সুপ্রিমকোর্টের চার বিচারপতির ক্ষোভ আমার মতো দেশের সকল মানুষের মনে আঘাত লেগেছে।

অন্যদিকে, বিচারপতিদের সাংবাদিক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিচারব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যধিক নাক গলানোর ফলে আজ দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন। গণতন্ত্রের দুই স্তম্ভ বিচার ব্যবস্থা ও প্রচারমাধ্যম। এরাই বিজেপি শাসিত বিভিন্ন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মুখর হয়। অথচ এদেরকে স্বাধীনমতো কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। সুপ্রিমকোর্টের চার বিচারপতির ক্ষোভ আমার মতো দেশের সকল মানুষের মনে আঘাত লেগেছে।'

চার বিচারপতির সাংবাদিক বৈঠকের খবর পেয়ে কংগ্রেসের বর্ষীয়ান আইনজীবী নেতারা দলের সভাপতি রাহুল গান্ধির বাড়িতে যান। রাহুল গান্ধির সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘ বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে রাহুল গান্ধি সাংবাদিকদের বলেন, 'সুপ্রিমকোর্টের চার প্রবীণ বিচারপতির সাংবাদিক বৈঠকের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন নজিরবিহীন ঘটনায় আমরা উদ্‌বিগ্ন।' রাহুলের বক্তব্য, 'দেশের সমস্ত নাগরিক বিচারব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তাঁরাও আজ সুপ্রিমকোর্টের মতো শীর্ষ বিচার প্রতিষ্ঠানে সবকিছু ঠিকঠাক নেই বলে বিচারপতিদের ক্ষোভ প্রকাশের পর অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম চারজন বিচারপতি সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুলেছেন। সুপ্রিমকোর্টে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে, যা কাঙ্ক্ষিত নয়। প্রধান বিচারপতিকে এই বিষয়ে বোঝাতে গিয়েও চার বিচারপতি ব্যর্থ হয়েছেন।' রাহুল বিচারপতিদের অভিযোগগুলি নিয়ে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গড়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানান।

সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, 'কীভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও সততায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন। বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, সেই বিষয়টিও তদন্ত করে দেখা দরকার। আদালতের স্বাধীনতায় নাক গলানো মেনে নেওয়া যায় না। গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার পক্ষে এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

বিচারপতিদের অভিযোগ সম্পর্কে অ্যাটর্নি জেনারেল কে বেণুগোপাল বলেন, 'বিচারপতিরা ইচ্ছে করলে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নিজেদের ক্ষোভ জানানোর প্রক্রিয়া এড়াতে পারতেন। এমন ঘটনা প্রবীণ বিচারপতিদের কাছ থেকে আশা করা যায় না।'

জেলাজুড়ে খেল দিবস পালিত

কোচবিহার ব্যুরো, ১২ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন থানায় খেল দিবস পালিত হল। এদিন ঘোকসাডাঙ্গা থানার তরফে স্থানীয় ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে এই উপলক্ষ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধন করেন মাথাভাঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমাকান্ত বর্মন। থানা এলাকার ২৬৪ জন প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেন। সিতাই থানার তরফে স্থানীয় সিতাই উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। দিনহাটার এসডিপিও কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায় এর উদ্‌বোধন করেন। হলদিবাড়ি থানার ব্যবস্থাপনায় শান্তিনগর ইউনিট ক্লাবের ময়দানে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন সংশ্লিষ্ট থানার আইসি প্রবীণ প্রধান। ১৮টি ইভেন্টে প্রায় পাঁচশো প্রতিযোগী অংশ নেন। পুলিশের পক্ষে খেলোয়াড়দের মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। বক্সিরহাট থানার উদ্যোগে বক্সিরহাট হাইস্কুলের মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা করেন কোচবিহার জেলাপরিষদের সভাধিপতি পুষ্পিতা রায়ডাকুয়া। প্রায় চারশো প্রতিযোগী এতে অংশ নেন।

গাড়ি উলটে জখম তিন পথচারী

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ছোটো গাড়ি রাস্তায় উলটে গেল। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটেছে কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের ডোডেয়ারহাট এলাকায়। ঘটনায় মোট ৩ জন পথচারী আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে এমজেএন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গাড়ির চালক পলাতক বলে পুণ্ডিবাড়ি থানা সূত্রে খবর। জানা গেছে, একটি ছোটো গাড়ি আলিপুরদুয়ার থেকে কোচবিহারের দিকে আসছিল। সেই সময় ডোডেয়ারহাট সেতুর কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। সেই সময় ৩ জন সাইকেলে চেপে যাচ্ছিলেন। তাঁরা গুরুতর আহত হয়েছেন। পুণ্ডিবাড়ি থানা গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে।

স্মরণসভা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১২ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার ঘোকসাডাঙ্গা বিকেডি গার্লস স্কুল মাঠে বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা জনাব আলি মিয়াঁর স্মরণসভা হল। সিপিএম জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নারায়ণ সরকার, সিপিএম নেতা শশধর বর্মন, সফিয়ার রহমান সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

বিচারপতিদের অন্তর্দ্বন্দ্ব কি সুপ্রিমকোর্টের ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ করছে ?

SMS করুন।
আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

পাহাড় নিয়ে বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে আলোচনায় রাজ্য সরকার কি রাজি হবে ?

হ্যাঁ	না
৩৭%	৬৩%

দিনের কথা

প্রতিবেশী দেশগুলিকে চিন শিবিরে ভিড়তে দেবে না ভারত।

–জেনারেল *বিপিন রাওয়াত, সেনাপ্রধান*

(আর্মি ডে-র প্রাক্কালে সাংবাদিক বৈঠকে)

আবহাওয়া

১২ জানুয়ারির তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২৩.৫	১১.৫
শিলিগুড়ি	২১.০	৯.৮
জলপাইগুড়ি	১৯.০	৬.৩
কোচবিহার	২২.২	১০.৪
মালদা	১৯.৬	৮.৮
রায়গঞ্জ	১৯.২	৮.৭
আলিপুরদুয়ার	২১.৬	১০.০
গ্যাংটক	১৩.৩	৪.০

শনিবারের পূর্বাভাস ঃ
পরিষ্কার আকাশ।

হুজুর সাহেবের মেলার আগেই শৌচাগারের আর্জি

চ্যাংরাবান্ধা, ১২ জানুয়ারি ঃ চ্যাংরাবান্ধায় হুজুর সাহেবের মেলা প্রাঙ্গণে পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শৌচালয় তৈরি করা হবে। হক মঞ্জিল লাগোয়া হুজুর সাহেবের মেলা প্রাঙ্গণে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে অত্যাধুনিক শৌচালয় তৈরি করা হবে। চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে এজন্য ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে বলে উন্নয়ন পর্ষদের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন। এদিকে, মেলা কমিটি শীঘ্রই শৌচাগার তৈরির দাবি জানিয়েছে। এবার মেলার আগেই শৌচাগার চায় মেলা কমিটি। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে দুদিনব্যাপী হুজুর সাহেবের মেলা উপলক্ষ্যে চ্যাংরাবান্ধার হক মঞ্জিল প্রাঙ্গণে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে। মেলা প্রাঙ্গণে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে এই শৌচালয় নির্মিত হলে বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী উপকৃত হবেন। আগামী ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি হক মঞ্জিল প্রাঙ্গণে দুদিনব্যাপী মেলা শুরু হচ্ছে। মেলা কমিটির সম্পাদক সহিদুল ইসলাম বলেন, মেলা শুরুর আগেই শৌচাগার তৈরির জন্য তাঁরা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। উন্নয়ন পর্ষদের জনৈক মুখপাত্র বলেন, শৌচালয় নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই ই-টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

লেমন পাইন

প্রথম পাতার পর

কিন্তু প্রশ্ন হল, কর্মব্যস্ত মানুষ তো আর গাছটি ঘরে রেখে সেখানে বসে থাকবে না ? চিকিৎসকদের একাংশের বক্তব্য, 'গাছটির পাতা হাতে ডলে তা শরীরের খোলা অংশে মেখে নিলে মশার কামড়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।' তবে ডেঙ্গু থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে চিকিৎসকরা সচেতনতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকেই সবচেয়ে আগে এগিয়ে রাখছেন। কিন্তু পাহাড়ের শীতল আবহাওয়ার লেমন পাইন সমতলে বেড়ে উঠবে কীভাবে ? এখানকার গরমে লেমন পাইন মরে যাবে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। গাছটি ঘরের ভিতরে রাখলে এমন কোনো আশঙ্কা থাকবে না বলে শিলিগুড়িতে চলা সবলা মেলায় গাছটি নিয়ে আসা স্বপ্না রাই, প্রকৃতি রাইরা দাবি করেছেন। সপ্তাহে একদিন হালকা জল দিলে লেমন পাইন তরতাজা থাকার পাশাপাশি নিজস্ব সুবাস ছড়াবে বলেই তাঁরা জানিয়েছেন। আর তার জেরে মশাও আশপাশে ঘেঁষবে না।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ করে বিক্ষোভ

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি ঃ কোচবিহার-২ ব্লকের চকচকা গ্রামপঞ্চায়েতের ঝিনাইডাঙ্গা থেকে সিদ্ধেশ্বরী পর্যন্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশা রয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বারবার গ্রামপঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হলেও রাস্তা সংস্কার করা হয়নি। সেজন্য এলাকাবাসী শুক্রবার বেলা দেড়টা থেকে দুটো পর্যন্ত ওই রাস্তাটি অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। রাস্তা সংস্কারের ব্যবস্থা না করা হলে তাঁরা আসন্ন পঞ্চায়েত ভোট বয়কটের হুমকি দেন। যদিও এরপর তাঁরা নিজেরাই সেখান থেকে চলে যান। চকচকা গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান বিনয় রায় বলেন, 'আমি বাইরে থাকায় কারা রাস্তা অবরোধ করেছে, তা বলতে পারব না।' রাস্তা সম্পর্কে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

এদিন অবরোধকারীরা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে ওই রাস্তাটি বেহাল দশায় রয়েছে। এর আগে গ্রামপঞ্চয়েতের তরফে ওই রাস্তায় পাথর ফেলা হলেও রাস্তাটি সংস্কার করা হয়নি। ফলে ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে সমস্যা হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দা বাদল দেবনাথ, সাধন দে, ঊষা দেবনাথ সহ অন্যরা জানান, রাস্তার হাল খুবই খারাপ। জেলাপরিষদ ও স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানকে বারবার বিষয়টি জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন রায়, কলেজছাত্রী দীপা দেবনাথ জানান, রাস্তার অনেক জায়গায় গর্ত তৈরি হয়েছে। বেহাল রাস্তাটি দিয়ে রোগী, গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে সমস্যা হয়। মাঝেমধ্যেই এই রাস্তায় ছোটোখাটো দুর্ঘটনাও ঘটছে। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। দ্রুত রাস্তাটি সংস্কার না হলে তাঁরা আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন বয়কট করবেন।

সুপ্রিমকোর্টে বেনজির বিদ্রোহ

প্রথম পাতার পর

আরও এক প্রাক্তন বিচারপতি পিবি সাওয়ান্তের মতে, 'সুপ্রিমকোর্টে নিশ্চয়ই কোনো বিষয়ে তীব্র মতবিরোধ চলছে। সেটা হতে পারে প্রধান বিচারপতির সঙ্গেই চলছে। সেকারণেই আজ নজিরবিহীনভাবে বিচারপতিরা সংবাদমাধ্যমের সামনে এলেন।' প্রাক্তন বিচারপতি মুকুল মুদগাল বলেন, 'আর কোনো উপায় না দেখেই বিচারপতিরা সাংবাদিক বৈঠক ডাকতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এর সঙ্গে বিচারক লোয়ার রহস্যমৃত্যুর মামলার কী সম্পর্ক বুঝতে পারছি না।' সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং অবশ্য প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে তাঁর সহকর্মীদের এই 'বিক্ষোভের বিস্ফোরণ'কে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি জানান, সুপ্রিমকোর্টে কী চলছে তা দেশের মানুষের জানা উচিত। আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের মতে, প্রধান বিচারপতি যেভাবে তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন, তার মোকাবিলায় কাউকে না কাউকে তো মুখ খুলতেই হত। সেকারণেই এই নজিরবিহীন পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছেন বিচারপতি চেলামেশ্বররা।

বিচারপতিদের এই বিক্ষোভকে সমর্থন করেননি লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট আইনজীবী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'এদিনের ঘটনা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক এবং দুর্ভাগ্যজনক। এতে সমাধানের বদলে আরও নতুন সমস্যা তৈরি হবে। বিচারব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে মানুষের মনে প্রশ্ন উঁকি মারবে।' প্রবীণ আইনজীবী উজ্জ্বল নিকমও সোমনাথবাবুর সঙ্গে একমত। তিনি বলেছেন, 'আজকের তারিখটা ভারতের বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। খুব খারাপ একটা নজির তৈরি হল। আজ থেকে সাধারণ মানুষ বিচারপতিদের রায়কে সন্দেহের চোখে দেখবেন। প্রত্যেক রায় নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।' সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সন্তোষ হেগড়েও মনে করেন, এদিনের ঘটনায় সুপ্রিমকোর্টের যারপরনাই ক্ষতি হয়ে গিয়েছে।

বস্তুত, বিচারবিভাগীয় দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণ নিয়ে অতীতেও বহুবার নাড়াচাড়া হয়েছে। কিন্তু কখনও প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে তাঁরই সহকর্মীদের এভাবে প্রকাশ্যে সরব হতে দেখা যায়নি। ঘটনা হল, এর আগে বিচারবিভাগের দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের অভিযোগ নিয়ে সরব হয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সিএস কারনান। আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর কারাবাসও হয়। যদিও প্রথমে তিনি সুপ্রিমকোর্টের রায়কে অগ্রাহ্য করে পালটা রায় দিয়েছিলেন। কারনানের ওই ঘটনা নিয়ে সেসময় বিচারবিভাগে এক নজিরবিহীন সংকট তৈরি হয়েছিল।

ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড বিক্রির চক্রের হদিস

প্রথম পাতার পর

আবার এখানে বলা হচ্ছে আপনার কার্ড ব্লকে বা গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে। এভাবে দিনের পর দিন ঘুরছে গ্রামের মানুষ। অথচ তারা কার্ড হাতে পাচ্ছে না। তাহলে সেই কার্ড গেল কোথায় ? অভিযোগ, কিছু ইনস্পেকটর নিজেদের হাতেই কার্ডগুলি রেখে দিয়েছেন। তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে কার্ডগুলি র‍্যাশন ডিলারদের কাছে 'বিক্রি' করছেন। লক্ষাধিক টাকায় কোথাও ১০০, কোথায় ২০০ আবার কোথাও ৩০০-৪০০ কার্ড বিক্রি হয়েছে বলে সূত্রের খবর। অর্থাৎ এই র‍্যাশনকার্ড কিনে নিয়ে নিজেদের ঘরেই রেখে দিয়েছেন ডিলাররা। সেই কার্ডগুলির জন্যও প্রতি সপ্তাহে তাঁরা তেল, চিনি, চাল, আটা তুলছেন। তারপর সেগুলি খোলা বাজারে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে। আবার এখনও যেসব কার্ডের গ্রাহক কার্ড নিয়ে যাচ্ছেন না তাঁদের কার্ডগুলিও র‍্যাশন ডিলারদের কাছে বিক্রির জন্য সচেষ্ট রয়েছে চক্রটি। সূত্রের খবর, এই চক্রে খাদ্য দপ্তরের এক শ্রেণির কর্মীদের পাশাপাশি একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাও জড়িত রয়েছেন। খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, মাটিগাড়া ও নকশালবাড়ি চারটি ব্লকেই নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক র‍্যাশন ডিলার র‍্যাশনকার্ড কেনার অফার এসেছিল বলে স্বীকার করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, আমাদের বলা হয়েছিল, ১০০-২০০ র‍্যাশনকার্ড কিনলে আপনি সেই কার্ড পিছু প্রতি সপ্তাহেই র‍্যাশনের বরাদ্দ তুলতে পারবেন।

শিলিগুড়ির মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ আধিকারিক বলেন, 'কেউ যদি এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ জানান তাহলে দপ্তর থেকে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্বাস্থ্য মনিটরিং কমিটির মিটিং

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারিঃ কোচবিহারে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মনিটরিং কমিটির প্রথম মিটিং শুক্রবার ল্যান্স ডাউন হলে অনুষ্ঠিত হল। কমিটিতে চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন জেলাশাসক কৌশিক সাহা। সদস্য হিসেবে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ছাড়াও আরও ১৯ জন রয়েছেন। বৈঠক শেষে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে কমিটির সদস্যরা আগামী সোমবার থেকে স্থানীয় নার্সিংহোম ও হাসপাতালে পরিদর্শনে যাবেন।

গোরু ও গাঁজা সহ আটক এক

দিনহাটা, ১২ জানুয়ারি ঃ ২৫টি গোরু ও ছয় কেজি গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে আটক করল বিএসএফ। বিএসএফ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে দিনহাটার গিতালদহ সীমান্তে বিএসএফের ৩৮ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা ওই ব্যক্তিকে আটক করে। ধৃতের নাম আবদুল হক। সে গিতালদহের দরিবস এলাকার বাসিন্দা। আটক গোরুর দাম প্রায় দুই লক্ষ টাকা বলে বিএসএফ সূত্রে জানানো হয়েছে।

সূর্য সেন স্মরণ

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের প্রয়াণ দিবস পালন করল ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। এদিন সংগঠনের শহর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে হরিশ পাল চৌপথি এলাকায় সূর্য সেনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। কর্মসূচিতে সংগঠনের নেতা স্বপন বর্মন, আসিফ আলম প্রমুখ অংশ নেন। এদিকে, ক্ষুদিরাম স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকেও কোচবিহারের সাগরদিঘির পাড়ে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে সূর্য সেনের প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সংগঠনের সভাপতি বাণীকান্ত ভট্টাচার্য ও অন্য সদস্যরা।

রক্তদান শিবির

মাথাভাঙ্গা, ১২ জানুয়ারি ঃ মাথাভাঙ্গা বেসরকারি তৃণমূল মোটরকর্মী ইউনিয়নের তরফে শুক্রবার মাথাভাঙ্গা মেলার মাঠে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এছাড়া, বিনামূল্যে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরও আয়োজিত হয়। শিবিরের উদ্‌বোধন করেন বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। আইএনটিটিইউসির কোচবিহার জেলা সভাপতি প্রাণেশ ধর প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সভাপতি ফণীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'সংগৃহীত রক্ত কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়েছে।'

সাহিত্যসভা

দিনহাটা, ১২ জানুয়ারি ঃ দিনহাটা-১ ব্লকের গোসানিমারি রাজপাট প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাহিত্যসভা বসে শুক্রবার। শীতলকুচির শীতলগড় সাহিত্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সাহিত্যসভার আয়োজন করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে এদিনের সাহিত্যসভার আয়োজন বলে জানান আয়োজক সংস্থার সম্পাদক রোপ আক্তার আহমেদ।

১০ দিনের অনুষ্ঠানে ১২০০ শিল্পী

আলিপুরদুয়ারে শুরু তরাই-ডুয়ার্স উৎসব

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি ঃ বিভিন্ন জনজাতির সংস্কৃতির মেলবন্ধনের উদ্দেশ্যে শুরু হল তরাই-ডুয়ার্স উৎসব। শুক্রবার সলসলাবাড়ি হাইস্কুল মাঠে এই উৎসবের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান অনুপ চক্রবর্তী, কোচবিহার জেলাপরিষদের সভাধিপতি পুষ্পিতা রায়ডাকুয়া প্রমুখ। সলসলাবাড়ি উদয়শ্রী ইউনাইটেড ক্লাবের উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। চলবে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত। উৎসব মাঠে প্রায় ২০০টি স্টল রয়েছে। তার মধ্যে ২৫টি স্টল সরকারি। সরকারি স্টলের মধ্যে রয়েছে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক প্রশাসনের স্টল, জেলাপরিষদ, কৃষি, কৃষি বিপণন দপ্তর, এসজেডিএ ও হস্ত-তাঁত শিল্প দপ্তর প্রভৃতি। ১০ দিনের এই উৎসবে উত্তরবঙ্গের ১২০০ শিল্পী অংশগ্রহণ করবেন। রাজবংশী, নেপালি, আদিবাসী, ডুকপা, লেপচা, মেচ ও রাভা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর শিল্পীরা তাঁদের সংস্কৃতি তুলে ধরবেন।

মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, 'তরাই-ডুয়ার্সে একাধিক জনজাতি রয়েছে। তাদের প্রায় হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি তুলে ধরতেই এই উৎসবের আয়োজন। যদিও নাম না করে বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, নিন্দুকেরা বলছেন আমরা নাকি সারা বছর উৎসবে মেতে থাকি। উৎসব ছাড়া সমাজ ও সংস্কৃতি চলতে পারে না। তাই রাজ্যজুড়ে পৌষ উৎসব, বিবেক উৎসব, কৃষি উৎসব, উত্তরবঙ্গ উৎসব, ডুয়ার্স উৎসব সহ বিভিন্ন উৎসব হয়। এই ধরনের মেলার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। শিল্পীরা তাঁদের তৈরি সামগ্রী এই মেলায় বিক্রি করে উপার্জন করেন। আবার গ্রামবাংলার মানুষ এই উৎসবের মাধ্যমে বিনোদনের রাস্তা খুঁজে পায়। মন্ত্রী আরও জানান, আলিপুরদুয়ার জেলায় একাধিক উন্নয়নের কাজ চলছে। রাজাভাতখাওয়াতে একটি জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। সেখানে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এছাড়া গদাঘর থেকে নাটাবাড়ি যাওয়ার রাস্তায় একটি সেতু তৈরি করা হবে। আলিপুরদুয়ারে স্টেডিয়াম তৈরির জন্য জায়গা খোঁজা হচ্ছে। বাসস্ট্যান্ডকেও সাজিয়ে তোলা হবে।

উৎসব কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার আমন্ত্রিত শিল্পগোষ্ঠীর তালিকায় আছে মালদার মানব পুতুল, মুর্শিদাবাদের রায়বেশে নৃত্য, অসমের বিহু নৃত্য। আসবেন অভিনেত্রী বিনীতা চট্টোপাধ্যায়, গায়ক সায়ন চৌধুরি ও টলিউড অভিনেতা ঋত্বিক সেন প্রমুখ। উৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ধ্রুব রায় জানান, 'উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি, ভাষাগত বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়েই এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। উৎসব উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে। আমরা এই উৎসবের জন্য সরকারের তরফে সহযোগিতা পেয়েছি। আশা করছি এই দশদিন উৎসবের মাঠ ভরে থাকবে।'

সলসলাবাড়ি হাইস্কুল মাঠে উৎসবের সূচনা করছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী।
ছবি ঃ আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

উন্নয়নের কাজ শুরু হচ্ছে রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের একাধিক রেলস্টেশনের উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। কয়েক কোটি টাকা খরচ করে একাধিক স্টেশনে ওভারব্রিজ, প্ল্যাটফর্ম, শেড তৈরি হবে। চলতি বছরেই কাজগুলো শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম সিভি রমণ শুক্রবার জানান, যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই দ্রুত কাজগুলো শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক বছরের মধ্যে কাজ শেষ করা হবে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগ্রাকোট, ক্যারন এবং মাদারিহাট রেলস্টেশনে শীঘ্রই ওভারব্রিজ তৈরি করা হবে। এর পাশাপাশি অসমের গোলকগঞ্জ এবং ডাংতল রেলস্টেশনে দুটো নতুন প্ল্যাটফর্ম ও শেড তৈরি হবে। সম্প্রতি সেবক, নাগরাকাটা এবং বানারহাট রেলস্টেশনে ওভারব্রিজ তৈরি হয়েছে। এই কাজে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে।